মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. KOL RMS/474/2016-18
Published on 3rd May, 2018

মারণ রোগ থ্যালাসেমিয়ার বিরুদ্ধে জাগ্রত প্রত্যয় তৈরি

থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির ও সুলভে বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৯৪৩৩০৯৮০২২, ৯৮৩০৫৬০২৯৬

May, 2018 Volume-IV, Issue-III | 8 Pages, Rs. 2.00 | Regd. No-WBBEN/2015/63375

এক পলকে দেশ

আধার তথ্য ফাঁস

অন্ধ্রপ্রদেশ-অন্ধ্রপ্রদেশ হাউজিং কর্পোরেশন থেকে ফাঁস হল প্রায় দেড় লক্ষাধিক নাগরিকের আধার নম্বর। সরকারিভাবে তড়িঘড়ি করে তথ্য অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

অমিত-বসুন্ধরা

নয়াদিল্লি-বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ দিল্লিতে ডেকে পাঠালেন 'বিদ্রোহী' বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়াকে। রাজস্থানে দলের সভাপতি বদল নিয়ে দুজনের মধ্যে চলে প্রায় চার ঘন্টার বৈঠক।

সদ্যোজাতের স্টেন্ট

চেন্নাই-এক কেজি একশ নব্বই গ্রাম ওজনের শিশুর শরীরে বসানো হল ডাক্টাল স্টেন্ট। বিশ্বে এই ঘটনা বিরল বলে জানালেন চেন্নাইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালের শিশু বিশেষজ্ঞরা।

অর্ডিন্যান্স

নয়াদিল্লি-১২ বছরের কমবয়সী মেয়ের ধর্ষণে ফাঁসির সাজাকে অন্তর্ভুক্ত করতে কেন্দ্রিয় মন্ত্রিসভার অর্ডিনান্সে স্বাক্ষর করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ।

আসারামের যাবজ্জীবন

যোধপুর-এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলেন আসারাম বাপু। তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সঙ্গে এক লক্ষ টাকা জরিমানা হয়েছে।

আফস্পা বিদায়

মেঘালয়-মেঘালয় থেকে প্রত্যাহার করা হল আফস্পা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে খবর, মেঘালয় ও অরুণাচলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে।

নাকচ প্রস্তাব

নয়াদিল্লি-প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের বিরুদ্ধে বিরোধীদের আনা ইমপিচমেন্টের প্রস্তাব ৭২ ঘন্টার মধ্যে নাকচ করে দিলেন উপঃ রাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু

একটু সচেতন হলে ক্ষতি কি?

সঞ্জীব আচার্য্য

বিবাহের আগে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরবর্তী প্রজন্মের সুরক্ষার জন্য রক্ত পরীক্ষা করাটা বাঞ্ছনীয়। থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা, রক্তের গ্রুপ এবং RH Factor পরীক্ষা। থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষার বিষয়ে এই পত্রিকায় ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। এখন আমি আলোকপাত করতে চাই ব্লাড গ্রুপ এবং RH Factor দেখে নেওয়া বিবাহের আগে পাত্র-পাত্রীদের জন্য কতটা জরুরি।

এখন প্রশ্ন উঠবে হ্যাঁ, সত্যিই তো কতটা জরুরি। এবার উত্তরে আসি। মানুষের শরীরে মূলত রক্তের চারটি শ্রেণী বিন্যাস রয়েছে। সেগুলি হল, A, B, AB এবং O। এই চারটে শ্রেণির সঙ্গে যুক্ত RH Positive অথবা RH Negative। মানুষের শরীরে লোহিত কণিকায় উপস্থিত এই antigen 'রেসাস' নামক এক প্রজাতির বাঁদরের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। তাই মানুষের রক্ত কোষের এই antigen কে "রেসাস ফ্যাক্টর" (Rhesus Factor) বা RH Factor বলে।

পাত্রপাত্রী উভয়েই যদি RH Positive বা RH Negative হয়, তাহলে গর্ভস্থ সন্তানের কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই। কিন্তু ধরুন যদি পাত্র RH Positive এবং পাত্রী RH Negative কিম্বা এর উল্টোটা হয় তাহলে প্রথম সন্তানের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা না হলেও, দ্বিতীয় সন্তান প্রসবের সময় মারাত্মক সমস্যা দেখা দেবে। এমন কি সন্তানের মৃত্যুও হতে পারে। কেন এমন হয়? কারণ পাত্র RH Positive, পাত্রী RH Negative অথবা এর উল্টোটা। উভয়ক্ষেত্রেই প্রথম সন্তানের ক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা না হলেও প্রথম প্রসবের পর মায়ের শরীরে RH antibody তৈরি হয়, যেহেতু বিপরীত RH ঢুকেছে।

এই অবস্থায় গর্ভস্থ দ্বিতীয় সন্তানের group যদি RH Positive হয় তাহলে গর্ভাবস্থায় মায়ের RH Negative antibody-র সঙ্গে গর্ভস্থ দ্বিতীয় সন্তানের RH Positive antibody বিক্রিয়া ঘটিয়ে সন্তানের রক্তে হিমোগ্লোবিন ভেঙ্গে দেবে। ফলস্বরূপ রক্তাল্পতা, জন্ডিস এমনকি সন্তানের মৃত্যুও হতে পারে। এর উল্টোটা হলেও তাই।

এবার সমস্যা সমাধানের পথে এগোই। এবার বলি RH Positive এবং RH Negative-এর মধ্যে যদি বিয়ে হয়েও যায়, প্রথম সন্তানের প্রসবের পরেই কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করলেই এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসা যায়।

এরপর ২-এর পাতায়

ভোট মরশুমে রক্ত যায় না পাওয়া,
তাই বাঁচতে তোমার রক্ত চাওয়া,
আমি বাঁচি তুমি কি চাও?
আমায় একটু রক্ত দাও।

৮ মে বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস পালন করুন

সুজনেষু,

থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা ও নির্মূলীকরণ আন্দোলনে শরিক হওয়ার জন্য আপনাকে অভিনন্দন।

আর তার জন্য প্রয়োজন থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা। জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিয়ের আগে পর্যন্ত সময়কালে আপনি / আপনারা থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিয়ে না দিয়ে একটা সুস্থ স্বাভাবিক প্রজন্ম উপহার দিতে পারেন। কিন্তু দুজন বাহকের মধ্যে বিয়ে হলে পরবর্তী প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া নামক মারণ রোগ নিয়ে পৃথিবীতে আসার সম্ভাবনা, যার কোন চিকিৎসা আজ পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি।

মনে রাখবেন, থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বিবাহের ক্ষেত্রেও কোন বাধা নয়। শুধুমাত্র বিপরীত জীবনসঙ্গী / সঙ্গিনী বাহক না হলেই হবে।

ধন্যবাদান্তে,
তারিখ : ৭ এপ্রিল,২০১৮

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ, ডাঃ শেখর ঘোষ, সহ সভাপতি
সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
মালঞ্চ সাহা, আলোকণা সিকদার, ববিতা দাস, আহ্বায়ক

কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ :
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা, অজয় চৌবে ও মৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায়

৩ - ৮ মে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা পথসভা ও পথনাটিকা।

০৩.০৫.২০১৮ (বৃহস্পতিবার)	ব্যারাকপুর (বিকেল ৫টা), সোদপুর (সন্ধ্যা ৬টা), খড়দহ (সন্ধ্যা ৭টা) ও আগরপাড়া (রাত ৮টা)
০৪.০৫.২০১৮ (শুক্রবার)	উল্টোডাঙ্গা (বিকেল ৫টা), কেষ্টপুর (সন্ধ্যা ৬টা), বাগুইআটি (সন্ধ্যা ৭টা) ও মধ্যমগ্রাম (রাত ৮টা)
০৫.০৫.২০১৮ (শনিবার)	ধর্মতলা (বিকেল ৫টা), আকাদেমি (সন্ধ্যা ৬টা), হাজরা (সন্ধ্যা ৭টা) ও বালিগঞ্জ (রাত ৮টা)
০৬.০৫.২০১৮ (রবিবার)	ট্যাংরা (বিকেল ৫টা), বেলেঘাটা (সন্ধ্যা ৬.৩০টা) ও সল্টলেক (রাত ৮টা)
০৭.০৫.২০১৮ (সোমবার)	পার্কস্ট্রিট-মল্লিকবাজার (বিকেল ৫টা), ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (সন্ধ্যা ৬টা), চেতলা (সন্ধ্যা ৭টা) ও শোভাবাজার (রাত ৮টা)

৮ ই মে, ২০১৮ (মঙ্গলবার) শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় - সন্ধ্যা ৬টা — থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের নেতৃত্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন্ ফেডারেশন্
পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯৬১ অনুসারে নথিভুক্ত
১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৪; ফোন : (০৩৩) ২৫৩০ ৬৫৭২ / ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬ / ৯৪৩৩০ ৯৮০২২

এক পলকে রাজ্য

ক্ষণিক ঝড়ে লণ্ডভণ্ড শহর

নিজস্ব প্রতিনিধি-অল্প সময়ের ব্যবধানে পরপর দুটি কাল বৈশাখীর তাণ্ডবে কলকাতা সহ পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে প্রচুর। ঝড়ে মারা গেছেন ১৮ জন। ব্যাহত হয়েছে ট্রেন পরিষেবা।

একদিনে ভোট

নিজস্ব প্রতিনিধি-শেষ পর্যন্ত ১৪ মে একদিনে রাজ্যের পঞ্চায়েতের ভোটের দিন ঘোষণা করল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। ১৭ মে গণনার দিন ঠিক করা হয়েছে।

সুন্দরবন নিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি-সুন্দরবনকে রামসার সাইড হিসেবে তুলে ধরতে রাজ্যের সম্মতি মিলেছে। আগামী দিনে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নিয়ে রাজ্যের দ্বিতীয় এবং ভারতের বৃহত্তম রামসার সাইড হিসেবে মর্যাদা পেতে পারে সুন্দরবন।

রেফার রুখতে

নিজস্ব প্রতিনিধি-জেলা হাসপাতালগুলিতে এবার রেফার বিবরতি নিয়ে নড়ে চড়ে বসল স্বাস্থ্য দপ্তর। জেলা হাসপাতালে এবার রেফার কার্ডে যাবতীয় তথ্য থাকবে। রেফার রোগিদের ভর্তির সমস্যার কিছুটা সুরাহা হবে বলে মনে করছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

দূষিত কলকাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি-বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে কলকাতা পুর এলাকাই সবচেয়ে বেশি দূষিত। পরিবেশ আদালতে দাখিল করা হলফনামায় একথা স্বীকার করে নিল রাজ্য।

বাঘ বাঁচাতে

নিজস্ব প্রতিনিধি-সুন্দরবনের বাঘ সংরক্ষণে রাজ্যের কর্মকাণ্ডের রূপরেখা জানতে চাইল পরিবেশ আদালত। বাঘ সংরক্ষণে আদালতের নজরদারিতে খুশি পরিবেশবিদরা।

এখানে – ওখানে

প্রতিম চ্যাটার্জি

নিজস্ব প্রতিনিধি-"সে চলে গেছে বলে কি গো স্মৃতি কি তার যায় ভোলা!" সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন-এর প্রয়াত সভাপতি প্রতিম চট্টোপাধ্যায়ের শোকসভার মঞ্চে সংগীত পরিবেশন করে স্মৃতি তর্পণ করলেন সংগঠনের সদস্য এবং প্রখ্যাত গায়ক রুদ্র রায়। তার গানেই জীবন্ত হয়ে উঠেছিলেন প্রতিম বাবু। ৫ এপ্রিল সংগঠনের অডিটোরিয়ামে এই শোকসভার আয়োজন করেছিল সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। এই শোকসভায় উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত সভাপতির একমাত্র কন্যা কোহেলি ঘোষ এবং জামাতা দিব্যজ্যোতি ঘোষ সহ বহু বিশিষ্টজন এবং অগণিত দর্শক। তাঁদের বক্তব্য থেকে প্রয়াত প্রতিম বাবুর জীবনের অনেক না জানা তথ্য জানতে পেরেছেন উপস্থিত শ্রোতারা। এই শোকসভায় স্মৃতিচারণ করেন সংগঠনের সভাপতি ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জি, সহসভাপতি ডাঃ শেখর ঘোষ ও স্বামী স্মরণাস্থানন্দ মহারাজ, সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য, অরিন্দম আচার্য্য, আইনজীবী গীতানাথ গাঙ্গুলি, বিখ্যাত ফুটবল প্রশিক্ষক মৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন পুর চেয়ারম্যান সলিল চট্টোপাধ্যায়, দ্য সেরাম-এর কর্ণধার নিবেদিতা আচার্য্য, রৌহিন আচার্য্য সহ আরও অনেকে।

রামকৃষ্ণ স্তোত্রম দিয়ে শোকসভার অনুষ্ঠান শুরু করেন কিশোরী শিল্পী সৃজা চক্রবর্তী। সভায় শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন সংগঠনের প্রবীণ সদস্য তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরে, ছন্দে এবং কথায় শোকসভার পরিবেশটা হয়ে উঠেছিল বেশ ভারী। সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, আবির চট্টোপাধ্যায় এবং জয়ন্ত পাল গেয়ে শোনান প্রতিম বাবুর পছন্দের গান। আইনজীবী রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, ডাঃ কে ভট্টাচার্য্য, টালা লাফিং ক্লাব এবং যোগা সেন্টারের অনিন্দ জানা, টালা প্রত্যুষার সহসভাপতি কমলকুমার দে, সংগঠনের সদস্য বিভাষ সুর, মালবিকা সরকার এবং সাংবাদিক গৌতম সরকার সহ আরো অনেকেই সেদিন প্রয়াত প্রতিম চট্টোপাধ্যায়ের অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করবার অঙ্গীকার করে বক্তব্য রাখেন। আবৃত্তি করেন সংগঠনের সদস্য কেশবকান্তি বিশ্বাস। প্রয়াত সভাপতির বিষয়ে বলার লোক ছিল অনেক কিন্তু সময়ের অভাবে সমস্ত বক্তাকে বলার সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। বহু ক্লাব সংগঠনের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন শোকসভায়।

পাকা কথার দিন বাবার বাঁকা কথা

নিজস্ব প্রতিনিধি-মেয়ে পছন্দ বর পক্ষের। হবু বরকে সঙ্গে নিয়ে পরিবারের লোকেরা মেয়ের বাড়িতে পাকা কথা বলতে এলেন। আদর, আপ্যায়ন, খাওয়া-দাওয়া কোনো কিছুর ত্রুটি নেই। সব শেষে এবার কথা বলার পালা। ঘরের এক কোণে বাবা হবু বরকে ডেকে নিলেন। খুব গম্ভীর গলায় বাবা তাঁর একমাত্র কন্যার দায় গ্রহণ করবেন যিনি, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাও? ও তো কিছু জানে না!' রান্না, ঘরগোছানো, জামাকাপড় পরিষ্কার করা কিছুই জানে না! হবু বর দমে যাওয়ার পাত্র নয়। শ্বশুরের মুখের ওপর সাহস রেখে বললেন, হ্যাঁ আমি ওকেই বিয়ে করব। সবকিছু শিখে নেবে।

প্রতিম চট্টোপাধ্যায়ের শোক সভায় তাঁর একমাত্র কন্যা কোহেলি ঘোষ বাবার স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে এই ঘটনাটি সকলের সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এই শোকসভায় এত লোকের মাঝে এসে মনে হচ্ছে বাবাকে যেন আজই হারিয়েছি। বাবা নাটক, অভিনয় লিখতে-পড়তে, গল্প করতে, মানুষের সঙ্গে মিশতে এবং খেতে ও খাওয়াতে ভীষণ ভালোবাসতেন। আমার দাদা সঞ্জীব দা (সঞ্জীব আচার্য্য) বাবার পাশে সবসময় ছিলেন। এক সময় বাবা রূপান্তরী নাট্যগোষ্ঠীতে, যে গোষ্ঠীর কর্ণধার ছিলেন জোছন দস্তিদার, সেখানে অভিনয় করতেন। আমার মা-ও অভিনয় করতেন। বাবা বলতেন, দ্যাখ সিনেমায় অভিনয় করি কিন্তু এই হাত দুটো নিয়ে আমার ভীষণ সমস্যা।

জামাতা দিব্যজ্যোতি ঘোষের বক্তব্য বেশ দৃঢ় এবং সোজাসাপ্টা। তিনি বলেন, 'বাবা ছিলেন বর্ণময় এবং মোহময় চরিত্র। তিনি বলতেন, মন্ত্রীত্ব হচ্ছে পদ্মপাতায় জল। আমি দেখেছি যখন বাবা মন্ত্রী ছিলেন তাঁর আশে পাশে ঘরে প্রচুর মানুষ এবং চাটুকাররা থাকতেন। যেদিন মন্ত্রীত্ব চলে গেল, তাঁরা সবাই চলে গেলেন শুধু রয়ে গেছেন সঞ্জীব দা।

সেবা সমিতির উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি-উত্তর চব্বিশ পরগণার ইছাপুর স্টেশন বাজারে শিবমন্দির সেবা সমিতির উদ্যোগে ৮ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হল বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং রক্তদান শিবির। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। তিনি বলেন, থ্যালাসেমিয়ার মত মারণ রোগকে প্রতিহত করতে সমস্ত ক্লাব সংগঠনগুলোর সার্বিক সহযোগিতা প্রয়োজন। থ্যালাসেমিয়ার মত মারণরোগকে প্রতিহত করতে হলে জন্মের পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত প্রত্যেকের উচিত একবার থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া। অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের সুশান্ত কবিরাজ, মলয় ঘোষ এবং আব্দুল সালাম সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

দেহ সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি-১০ মার্চে অল বেঙ্গল অ্যামেচার বডি বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে দেহসৌষ্ঠব প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগিদের পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করল সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। শুধু থ্যালাসেমিয়া রোধে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে আটকে না থেকে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সমাজ বিকাশের পথকে প্রশস্ত করে।

কালিকাপুরে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাঙড়ে ৩ এপ্রিল কালিকাপুর নারায়ণ সংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির এবং রক্তদান উৎসব। এই উৎসবে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে শিবিরে বক্তব্য রাখেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। থ্যালাসেমিয়ার ওপর কুইজ পরিচালনা করেন সংগঠনের সদস্য আশীষ সাহা। নারায়ণ সংঘের সম্পাদক পিন্টু সাধুখাঁ ও অন্যতম সদস্য মাধব সাধুখাঁর উদ্যোগ ছিল চোখে পড়ার মতো।

জরুরি পরিষেবা

হাসপাতাল

এসএসকেএম (পিজি)-২২০৪১১০
২২২৩১৫৮৯
কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ
২২৪১৪৯০১
ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ
২২৮৯ ৭১২২-২৩
এনআরএস-২২৬৫৩২১৪-১৭
আরজিকর-২৫৫৫-৮৮৩৮,
২৫৫৫৭৬৭৫-৭৬
আইডি (বেলেঘাটা) ২৩৭০১২৫১

ব্লাডব্যাঙ্ক

সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক-২৩৫১০৬১৯
হেমাটোলজি-২২৮৬৯৪০৫২২৯৮
মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-
২২৪১-৪৯০১

এয়ারলাইন্স

দমদম বিমানবন্দর-২৫১১৮৭৮৭

রেল অনুসন্ধান

শিয়ালদা-২৩৫০৩৫৩৬, ২৩৫০৬৬৩৬
হাওড়া-২৬৩৮৭৪১২,২৬৩৮৩৫৪২,
২৬৩৮২৫৮১
হাওড়া নিউ কমপ্লেক্স-২৬৩৮২২১৭
মেট্রো রেলওয়ে কন্ট্রোল-২২২৬৪৮১৭

রাতের ওষুধ, অক্সিজেন

লাইফ কেয়ার-২৪৭৫৪৬২৮
নন্দন মেডিকেল-২৩৫৮১৭২৩
জীবনদীপ-২৪৫৫০৯২৬
সাউথ ক্যাল ব্যুরো-২৪৬৪৪৩২২

নার্স / সেবিকা

সাউথ ক্যালকাটা নার্সেস-২৪৬৪৪৩২২
সিটি গার্ড-২৩৬৪১১৩
জনকল্যাণ-২৮৬৭৫০১২
হেল্থ কেয়ার-২৪১৬৪৬৭৫
আলো-২৪৭২১০৩৯
সিস্টার-২৪৪২৬৩৮৩
লোকনাথ-২৫৭২৭৯৪
লাইফ কেয়ার-২৫৭৮৮৭০২
নিবেদিতা-২২৮৪৭৮১০
অন্নপূর্ণা-২৩৬৪৭২৯৪
রিলিফ-২২৮৬৭৩৬২
পেলিকান-৯৪৩২৭৬৯২৫
সঞ্জীবনী-২৩৬০৭৮৮১
ট্রেন্ড নার্সেস-২৫৫৪৪২৭৭৪
নার্সেস আলো-২২৪১৬৮২৪

কলকাতা পুলিশ

লালবাজার কন্ট্রোল-২২১৪৩০২৪,
২২১৪৩২৩০
রাজ্য পুলিশ-২২১৪৫৪৮৬
দঃ ২৪ পরগণা পুলিশ-২৪৭৯১৮৭০
দমকল-২২৫২৩৬৬৬/৩১৬৪/৩১৭০
স্বামী ভবন-২৪৭৯১৭৭১
নিখোঁজ-২৪৫০৬১০০/৬১৭৪
ট্রাফিক কন্ট্রোল-২২১৪৩৬৪৪,
২২১৪১৪৭৩,২২১৪১৪৭৬
ডিডি ক্রাইম কন্ট্রোল-২২১৪১৩৩১,
২২৫০৫১৬৬
ট্যাক্সি অটো রিফিউজাল-১০৭৩ (টোল ফ্রি)
ভোডাফোন গ্রাহকদের জন্য
২০০০/২০০১
সিনিয়র সিটিজেন হেল্প
লাইন-৯৮৩০০৮৮৮৮৮
মেডিক্যাল হেল্প লাইন-৯৮৩০০৭৯৯৯৯
কমিশনার অফ পুলিশ-২২১৪৫০৬০

শববাহী গাড়ী

মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক-২৫৫৪০০৮৪
পিস হাভেন-২২৮২৭২৮৭
শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব-২৫৩৪০০০২
উত্তর কলকাতা উদ্যোগ
পথে-৩২৫০১০৮৯/৯৮৩০১৭৩৮১৪
হিন্দু সৎকার সমিতি-২২৪

অ্যাম্বুলেন্স

সেরাম সৃষ্টি নার্সিংহোম ৯৮৩০৭০৩৬৪০
সাউথ এন্ড পলিক্লিনিক-২৪৬৬২৪৩৩
লাইফ কেয়ার-২৪৭৫৪৬২৮
ওয়ার্ড-২৪৭৫৪৩২০
দিশা-২৪৭৪৫৪৫৫
শিশির কুমার ইন্স-২৫৩৫০৩৮২
রানি রাসমণি মিশন-২৫৩১৯৮৮৫
জনমঙ্গল-২৪৬৬২৮৭৯
মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক-২৫৫৪০০৮৪
আলিপুর চেতলা বস্তি
উন্নয়ন-২৪৪৯০২৮৬
মীরা সেবা-২৪১১৮৩১৬
মাতৃসংঘ জন কল্যাণ আশ্রম-২৪৭৫৪৫২৭
ড. বিধান রায় মেমো-২৫৭৩৯৭৩৮
কুমারটুলি ইনস-২৫৩০৫৫৯১
তালতলা পিপল-২২৬৫৩২৩৯
রাজীব গাঁধী-২৪৫৪৭০৭০
শিবমন্দির-২৪৬৫৬৭৪৯
এমার কেয়ার-২৩২০৩১৮১

AN ISO CERTIFIED LAB.
SERUM™
ANALYSIS CENTRE (P) LTD. KOLKATA
ভারতের অন্যতম বৃহৎ থাইরয়েড
এবং অন্যান্য রক্ত পরীক্ষা কেন্দ্র
98302 74990, 98302 74988
আপনার নিকটবর্তী রক্ত পরীক্ষা কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।

SERUM™
ANALYSIS CENTRE (P) LTD.
13/1, Bhupen Bose Avenue (opp. Manindra College), Kol-700004,
Ph.: 2530 0696 / 6572, 98302 74990
Fax: 2530 0696
Email: serum.kol@gmail.com
web: www.sserumanalysiscentre.com

উত্তর ব্যারাকপুরে শিবমন্দির সেবাসমিতির ব্যবস্থাপনায় রক্তদান উৎসবের মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। মঞ্চে উপস্থিত বিশিষ্ট কর্মকর্তাগণ। নিজস্ব চিত্র

একটু সচেতন হলে ক্ষতি কি?

প্রথম পাতার পর

সেটি হল প্রথম সন্তান প্রসবের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে মাকে Anti Immunoglobin injection দিতে হবে এবং চিকিৎসকদের সতর্ক তত্ত্বাবধানে রাখতে হবে।

আবার বলে রাখি দু'জন RH Positive অথবা দুজনেই RH Negative-এর মধ্যে বিয়ে হলে কোনও সমস্যা নেই। আমি প্রায়শই একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হই, পাত্র-পাত্রীর কারও Blood group A, B, AB অথবা O ইত্যাদি হলে, সেক্ষেত্রে বিয়ের কোনও সমস্যা আছে নাকি? একথা পরিষ্কার জেনে রাখতে হবে, Blood group অর্থাৎ A, B, AB অথবা O যে কোনও group-তেই বিয়ে হতে পারে। এতে কোনও সমস্যা নেই। শুধু RH Positive এবং RH Negative-এর মধ্যে যদি বিয়ে হয়, তাহলে প্রথম প্রসবের পর পূর্বালোচিত সতর্কতা মেনে চলা জরুরি।

পরিশেষে এটাই বলি, বিজ্ঞান অনেক ক্ষেত্রেই সরাসরি সমস্যার সমাধান না করতে পারলেও থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে অথবা RH Positive ও RH Negative-এর বিয়ে হলে মাকে Anti Immunoglobulin injection দিয়ে সমস্যার প্রতিরোধ করার উপহারটা আমাদের দিয়েছে।

বিজ্ঞানের দেওয়া এই উপহারটা আমরা যদি সঠিকভাবে আমাদের জীবনে প্রয়োগ করি অর্থাৎ বিজ্ঞানের এই বিষয়গুলোর ওপর সম্যক সচেতন হতে পারি তাহলেই জীবনহানি থেকে আমরা আমাদের পরিবার এবং প্রিয়জনদের বাঁচাতে পারব। একটু সচেতন হলে ক্ষতি কি?

ছুটি পেলেন ইউলিয়া

লন্ডন-হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন প্রাক্তন রুশ চর সের্গেই স্ক্রিপালের কন্যা ইউলিয়া। ৪ মার্চ দু'জনকেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সের্গেইকেও কিছুদিন পরে ছাড়া হবে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন।

জুকের বার্গকে জেরা

ওয়াশিংটন-১২ এপ্রিল ক্যাপিটল হিলে প্রায় ছ'ঘণ্টা ধরে ৪২ জন সেনেটরের জেরার মুখে জবুথবু হয়ে পড়েন ফেসবুকের স্রষ্টা মার্ক জুকের বার্গ। বিচার বিভাগীয় ও বাণিজ্য বিষয়ক কমিটি যৌথ শুনানির জন্য তাঁকে ডেকেছিল। ব্যবহারকারীদের উপর নজরদারি চালিয়ে তথ্য চুরির পাশাপাশি, দেশ-বিদেশের নির্বাচন প্রভাবিত করার অভিযোগে বিদ্ধ ফেসবুকে। শুনানিতে সব ভুল স্বীকার করে নেন জুকারবার্গ।

প্রয়াত বারবারা বুশ

ওয়াশিংটন-৯২ বছর বয়সে মারা গেলেন জর্জ হারবার্ট ওয়াকার বুশের স্ত্রী প্রাক্তন মার্কিন ফার্স্ট লেডি বারবারা বুশ। মৃত্যুর সময় তাঁর পাশে ছিলেন স্বামী ও সন্তানেরা।

তিন বৃত্ত

ওয়াশিংটন-উত্তরমেরুর বরফ ঠান্ডা সমুদ্রের জলে তিনটি বৃত্ত দেখতে পেলেন নাসার বিজ্ঞানীরা। সমুদ্রের বরফে বৃত্ত নিয়ে এখন গবেষণা চলছে।

সিরিয়াতে পরিদর্শকেরা

দ্য হেগ-সিরিয়াতে রাসায়নিক হামলা হয়েছে কিনা তা সরেজমিনে তদন্ত করতে অর্গানাইজেশন ফর্ দ্য প্রোহিবিশন অব্ কেমিক্যাল ওয়েপনস্ বিশেষজ্ঞরা দুমায় গিয়ে পরিদর্শন করলেন। মার্কিন অফিসারদের ধারণা, সিরিয়ায় বন্ধু-দেশ রাশিয়া ঘটনাস্থলে প্রমাণ লোপ করার চেষ্টা করছে।

সব সংরক্ষণ বাতিল

ঢাকা-চাকরিতে সংরক্ষণ পদ্ধতি সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনে ক্ষুব্ধ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সংসদে প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে দেন, সংরক্ষণ বাতিল করা হল। এর ফলে আন্দোলনকারীরা এখন বেকায়দায় পড়েছেন। সরকারি চাকরিতে ৫৬ শতাংশ সংরক্ষণ কমাবার দাবিতে ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করে। পুলিশ বাধা দিতে গেলে ছাত্রদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে। আহত হন বহু ছাত্র। এরপর গোটা দেশে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

মূত্রত্যাগের অধিকার

লন্ডন-সারমেয়দের জন্য লন্ডনের হাইকোর্ট এক ঐতিহাসিক রায় দিল। এখন থেকে যে কোনও সময়, লন্ডনের যে কোনও জায়গায় ইচ্ছেমতো প্রস্রাব করতে পারবে কুকুরেরা। তাদের প্রিয় জায়গা ল্যাম্পপোস্টেও। এরজন্য কেউ ওই কুকুরের মালিকের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে না। জরিমানাও আদায় করতেও পারবে না।

হুমকি পুতিনের

ওয়াশিংটন-একদিকে সিরিয়ার বন্ধু রাশিয়া অন্যদিকে সিরিয়াকে ঠান্ডা করতে উদ্যত আমেরিকা। সম্প্রতি পুতিন বলেছেন, 'সিরিয়ার উপরে এরপর আমেরিকা কোন আঘাত করলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ভয়ংকর অবস্থা সৃষ্টি হবে। কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে দায়ী থাকবে আমেরিকা।' সিরিয়া নিয়ে এত কিছু হওয়ার পরেও আলোচনা চালাতে আগ্রহী রাশিয়া। সিরিয়া নিয়ে অনেক সমীকরণ রয়েছে। যেমন মুখ বন্ধ রেখেছে ইজরায়েল।

সাগরপারের

টুকিটাকি

লন্ডনে মহিলা বিক্ষোভ

লন্ডন-কাঠুয়া উন্নাও আর সুরাতে ধর্ষণের প্রতিবাদে লণ্ডনের মহিলারা নরেন্দ্র মোদিকে বিক্ষোভ দেখালেন। আড়াই বছর আগে মোদিকে অসহিষ্ণুতা নিয়ে প্রশ্ন করায় তিনি অস্বস্তিতে পড়েন। লন্ডনের মহিলারা ভারতে সম্প্রতি যে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে, তা নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন মহিলারা।

ফেসবুক থেকে তথ্য ফাঁস

নিউইয়র্ক-ফেসবুক থেকে ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হওয়ার খবর নিঃসন্দেহে সবাইকে চিন্তায় ফেলেছে। প্রতিনিয়ত আপনার পছন্দ বা অপছন্দ এবং ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত খুঁটিনাটি ফেসবুকের তথ্যভাণ্ডারে জমা হচ্ছে। 'লাইক' বিষয়টি আপনার ব্যক্তিগত দুনিয়াকে পৃথিবীর সামনে মেলে ধরেছে। প্রতিদিনই আমরা অসংখ্যবার 'লাইক' বোতামটি টিপে থাকি। আপনার 'লাইক' দেখেই বোঝা যায় আপনি কি চান? কেমন ধরনের মানুষ ইত্যাদি। ফলে সাবধান থাকতে হবে 'লাইক' পাঠাবার বিষয়ে। না হলে আপনার অনেক তথ্যই ফাঁস হয়ে যায়।

সাংবাদিক সুরক্ষায়

লন্ডন-২০১৩ সাল থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে কমনওয়েলথ দেশগুলোতে ৫৭ জন সাংবাদিক খুন হয়েছেন। এই প্রবণতা বাড়ছে। সম্প্রতি কমনওয়েলথ সংগঠনগুলির কার্যনির্বাহী দলগুলির রিপোর্টে এই তথ্য উঠে এসেছে। রিপোর্টটি তুলে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতাদের হাতে। রিপোর্টে সাংবাদিক সুরক্ষার জন্য একগুচ্ছ দাবি রাখা হয়েছে।

সাজা ত্রিশ বছর

প্যারিস-প্যারিসে জঙ্গি হামলায় অভিযুক্ত সালেহ আবেদসালামকে ২০ বছর কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল বেলজিয়ামের কোর্ট। ২৮ বছরের আবেদ এখন ফ্রান্সের জেলে বন্দি।

দুর্ঘটনায় সেনাবিমান

আলজেরিয়া-সেনা বিমান ভেঙে পড়ে আলজেরিয়ায় মারা গেলেন ২৫৭ জন। নিহতদের মধ্যে সেনা অফিসার ছাড়াও রয়েছেন তাদের পরিবারের লোকজন। আলজেরিয়ার বউফারিক বিমানঘাঁটি থেকে উড়েছিল বিমানটি। গন্তব্য ছিল তিনডুফ।

পেটে ৬৪ পাউন্ড প্লাস্টিক

মাদ্রিদ-একই সঙ্গে মানুষের অতিরিক্ত প্লাস্টিক ব্যবহারে বিপন্ন প্রজাতির তিমিরা ক্রমশ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। সম্প্রতি দক্ষিণ স্পেনের মুরসিয়া উপকূল থেকে মিলেছিল একটি ৬ টনের 'স্পার্ম হোয়েল'-র মৃত দেহ। চিকিৎসকেরা সেই মৃতদেহে ময়না তদন্ত করে চমকে উঠেছিলেন। ওই বিপন্ন প্রজাতির তিমির পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে পাওয়া গেছে ৬৪ পাউন্ড প্লাস্টিক। এই প্লাস্টিক হজম করতে না পেরেই প্রাণীটির মৃত্যু হয়েছে বলে জানান চিকিৎসকেরা। এসব জেনে শঙ্কিত পরিবেশবিদ্‌রা এরকম চলতে থাকলে বিপন্ন এবং বিরল প্রজাতির প্রাণীদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

প্রয়াত সাংবাদিক

ঢাকা-বাংলা ভাষার বিশিষ্ট কবি, সাংবাদিক বেলাল চৌধুরী ২৪ এপ্রিল বুধবার ঢাকায় মারা গেলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। স্বদেশ এবং ভারতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক মধুর ছিল।

ডাক্তারবাবু, শুনছেন!

জন্ডিস—সচেতনতাই আসল চাবিকাঠি

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

প্রঃ জন্ডিসের ব্যাপারে বিশদ জানালে উপকৃত হয়।

বরুণ আচার্য্য, লেকটাউন

'জন্ডিস' কথাটা শুনলেই আমাদের চোখের সামনে একটা পীতাভ চেহারা ভেসে ওঠে। এটা মারাত্মক অসুখ সবাই জানে। এখানে এই জন্ডিস সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করা হল।

জন্ডিস আসলে কোনও রোগ নয়, রোগের লক্ষণ মাত্র। নানারকম কারণের জন্য যখন শরীরে বিলিরুবিন নামক পদার্থের আধিক্য ঘটে এবং শরীরের নানা অংশ হলুদ হয়ে যায়, সেই অবস্থাকে জন্ডিস বলা হয়।

বিলিরুবিন তৈরি হয় যকৃত ও প্লীহাতে হিম নামক যৌগ থেকে। এই বিলিরুবিন পিত্তরসের সঙ্গে মিশে শেষে খাদ্যনালীর মধ্যে গিয়ে পড়ে।

রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা সাধারণত 1mg/dl-এর মধ্যে থাকে। এর মাত্রা 3mg/dl ছাড়িয়ে গেলে, তখন জন্ডিসের লক্ষণ দেখা দেয়। যেমন—চোখ, মূত্র ও সারা শরীর হলুদ হয়ে যায়।

কারণ ঃ

কারণ অনুযায়ী জন্ডিসকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

হিমোলাইটিক জন্ডিস ঃ

আমাদের শরীরের লোহিত রক্তকণিকা বিদীর্ণ হয়ে যাবার ফলে (হিমোলাইসিস) বিলিরুবিন আমাদের শরীরে বেশি পরিমাণে তৈরি হয়, তাকে হিমোলাইটিক জন্ডিস বলে। নানারকম কারণে এই জন্ডিস দেখা দেয়। যেমন— ম্যালেরিয়া, কিছু ওষুধের প্রভাবে, জন্মগত রোগের জন্য। যেমন— থ্যালাসেমিয়া, সিক্‌ল সেল অ্যানিমিয়া, স্ফেরোসাইটোসিস, গ্লুকোজ ৬ ফসফেট ডিহাইড্রোজিনেজ-এর অভাব, সাপের বিষের প্রভাব ইত্যাদি।

হেপাটোসেলুলার জন্ডিস (অর্থাৎ লিভারের অসুখ) ঃ

এর প্রধান কারণগুলি হল— হেপাটাইটিস 'এ', 'বি', 'সি', 'ই', অ্যালকোহলঘটিত হেপাটাইটিস, ওষুধের প্রভাবে হেপাটাইটিস, অটোইমিউন হেপাটাইটিস, উইলসন্'স ডিজিজ ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে হেপাটাইটিস 'এ' এবং 'বি' সাধারণভাবে বেশি দেখা যায়।

অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস ঃ

গলব্লাডারের নালীর নীচে স্টোন, কোলানজিওকারসিনোমা, গলব্লাডার ক্যান্সার, প্যাংক্রিয়াস ক্যান্সার, ক্রনিক প্যাংক্রিয়াটাইটিস, ওষুধের প্রভাবে, প্রাইমারী বিলিয়ারি সিরোসিস প্রভৃতি।

উপসর্গ ঃ

জন্ডিস হলে চোখ, প্রস্রাব, গা, হাত, পা জিভ হলুদ হয়ে যায়। লিভারের অসুখে বমি বা বমির ভাব, জ্বর, খিদে কমে যাওয়া, গা-হাত-পা ব্যথা প্রভৃতি হয়। আবার অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস হলে গা চুলকোয়, স্টুল সাদা হতে পারে, পেটে ব্যথাও হতে পারে।

রোগনির্ণয় ঃ

রোগীর উপসর্গ শুনে তারপর শারীরিক পরীক্ষা করতে হবে। চোখ, জিভ, হাত, পা শরীরে রক্ত দেখতে হবে। পেট পরীক্ষা করে লিভার , স্প্লীন প্রভৃতি পরীক্ষা করতে হবে।

ল্যাবরেটরি পরীক্ষার জন্য যেমন-রক্তপরীক্ষা, লিভার ফাংশন টেস্ট, ইউরিন টেস্ট, আল্ট্রা-সোনোগ্রাফি, প্রয়োজনে সিটি স্ক্যান, হেপাটাইটিস 'এ', 'বি', 'সি', 'ই' পরীক্ষা, প্রোথ্রম্বিনটাইম, প্রয়োজনে ইআরসিপি, এমআরসিপি প্রভৃতি করার দরকার হয়।

রোগীর কোনও নেশা আছে কিনা তাও জানতে হবে, কারণ আগেই বলা হয়েছে অ্যালকোহল বেশি পরিমাণে খেলে জন্ডিস হতে পারে।

হিমোলাইটিক জন্ডিস ধরার জন্য রক্তের কমপ্লিট হিমোগ্রাম (এর মধ্যে রেটিকুলোসাইট কাউন্ট থাকতে হবে), হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস এবং প্রয়োজনে আরও কিছু প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করার দরকার হয়।

সাধারণতভাবে আমরা যে জন্ডিস দেখি তা বেশিরভাগই হেপাটাইটিস 'এ' এবং কিছু ক্ষেত্রে হেপাটাইটিস 'বি'।

হেপাটাইটিস 'এ' ছড়ায় খাবার ও জল থেকে। ঠিকমতো হাত না ধুলে, স্বাস্থ্যসম্মত বিধি পালন না হলে এর সম্ভাবনা দেখা দেয়।

হেপাটাইটিস 'বি' ছড়ায় সংক্রমিত রোগীর রক্ত অন্য কোনও ব্যক্তির রক্তের সঙ্গে মিশে গেল।

সংক্রমিত ব্যক্তির দেহে যে সিরিঞ্জে ইনজেকশন দেওয়া হয়, তা যদি অন্য কোনও ব্যক্তির শরীরে ব্যবহার করা হয় বা সংক্রামিত ব্যক্তির রক্ত ঠিকমতো পরীক্ষা না হয়ে অন্য কোনও ব্যক্তিকে দেওয়া হয়, তাহলে এই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

চিকিৎসা ঃ

হেপাটাইটিস 'এ' বা 'বি' হলে কিছু ওষুধ দেওয়া হয়। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী দীর্ঘদিন ঘরে বসে থাকার দরকার নেই। অল্প বিশ্রাম হলেই চলে যায়। একদম সেদ্ধ খাবারও খাওয়ার কোনও দরকার নেই। অল্প তেল, মশলা ব্যবহার করা যেতেই পারে। মাছ মাংসও খাওয়া যেতে পারে। অতিরিক্ত গ্লুকোজ খাবারও কোনও দরকার নেই, বরং তাতে বমি ভাব হতে পারে। হেপাটাইটিস 'বি' বা 'সি' হলে ইন্টারফেরন এবং কিছু ওষুধ দেওয়া যায়। কিন্তু এ খুবই ব্যয়সাপেক্ষ।

অ্যালকোহল থেকে জন্ডিস হলে অ্যালকোহল একদম ছেড়ে দিতে হবে এবং আনুষঙ্গিক চিকিৎসা করতে হবে। ওষুধ থেকে হেপাটাইটিস সন্দেহ হলে ওই ওষুধ বন্ধ করতে হবে। গলব্লাডার এবং তার আশেপাশে পাথর হলে অপারেশন করতে হবে। ক্যান্সার হলে তার চিকিৎসা করতে হবে। যেমন—অপারেশন, কেমোথেরাপি প্রভৃতি। হিমোলাইটিক জন্ডিসের ক্ষেত্রে হিমোলিসিসের কারণ চলে গেলেই জন্ডিসও কমে যায়। এরজন্য আলাদা কোনও চিকিৎসার দরকার নেই।

প্রতিরোধ ঃ

হেপাটাইটিস 'এ' বা 'ই' যাতে না হয় তার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত খাবার ও জল খাওয়া উচিত।

সবসময় হাত ধুয়ে খাওয়া উচিত। এবং রাস্তায় যেখানে সেখানে খাওয়া উচিত নয়।

হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি' যাতে না হয়, তার জন্য ইনজেকশন নেওয়ার সময় ডিসপোজেবেল সিরিঞ্জ ব্যবহার করা উচিত এবং ব্যবহার করার পর তা নষ্ট করে দেওয়া উচিত।

রক্ত দেওয়ার সময় দেখে নেওয়া দরকার যে ওই রক্তে হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি'-এর পরীক্ষা করা হয়েছে কিনা।

হেপাটাইটিস 'বি'-এর টিকা নেওয়া দরকার, বিশেষত যারা ল্যাবরেটরিতে কাজ করেন এবং নার্স, ডাক্তার প্রভৃতি পেশার লোকেদের জন্য।

অ্যালকোহল থেকে লিভারের অসুখ হতে পারে। একথা ভালোভাবে জানা দরকার।

এই সমস্ত ব্যাপারে সচেতনতা গড়ে তুলতে পারলে তবেই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হতে পারে।

সম্পাদকীয়

ঐতিহ্য রক্ষায় প্রয়োজন সদিচ্ছা

একদা কলকাতাকে প্রাসাদনগরী বলে অভিহিত করা হত। এখন সেই কলকাতা জুড়ে গগনচুম্বী কংক্রিটের জঙ্গল মাথা তুলে দাড়াচ্ছে। তার কারণ সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই মেট্রোপলিটনে থাকার বাসনা মানুষ একটু একটু করে মনের মধ্যে পুষে রেখেছে। মফস্‌সল অঞ্চলের একটু বিত্তবান মানুষের শহরের দিকে ঝোঁকটা থেকেই যায়। মফস্‌সলে নিজের বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় ফ্ল্যাট কেনার পেছনে সেই ঝোঁক যথেষ্টভাবে সক্রিয়। কিন্তু সম্প্রতি বিশ্ব ঐতিহ্য দিবসে শহরের ঐতিহ্যবাহী বাড়ীগুলো রক্ষার দাবি নিয়ে বিদ্বজ্জনেরা পথে হাঁটলেন। যদিও এটা নতুন কোনও ইস্যু নয়। অতীতে শহরের বহু স্থাপত্য রক্ষার দাবিতে বিভিন্ন সময় শহরবাসীরা তাঁদের প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছেন। কখনও তার সুফল মিলেছে আবার কখনও ব্যর্থ হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র এবং কেশবচন্দ্রের ভিটে রক্ষা করা যায়নি। বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার বাড়ি সংরক্ষিত এবং সুসজ্জিত হয়েছে। এবারের দাবি কিন্তু একটু ভিন্ন চরিত্রের ছিল। কোনও বিশেষ ঐতিহ্য রক্ষার জন্য বিদ্বজ্জনেরা দাবি জানান নি। তাদের বক্তব্য, কলকাতার স্থাপত্য চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে চাই সঠিক প্রশাসনিক উদ্যোগ। উত্তর ও মধ্য কলকাতায় উনবিংশ শতকে এবং দক্ষিণ কলকাতায় বিংশ শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত বাড়িগুলোর বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার দাবি জানিয়েছেন তারা। কারণ প্রোমোটারের থাবায় এই শহর দ্রুত বৈচিত্র্যহীন বহুতলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে।

বিপদভঞ্জনের জন্য রাজ্যসরকার ১৯৯৭ সালে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে। একই বছরে কলকাতা পুরসভা ঐতিহ্যবাহীভবন সংরক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে। ১৯৯৮ সালে বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্টটি পুরসভা নীতিগতভাবে গ্রহণ করে। প্রায় এগারো বছর পর (২০০৯) পুরসভা বাড়িগুলির দুটি শ্রেণিবিভাগ করে। এই দুটি শ্রেণিতে ৯১৭ টি স্থাপত্য স্থান পেয়েছে। সেগুলি ভেঙ্গে পুনর্নিমাণ করা যাবে না। যেগুলি ভেঙ্গে পুনর্নিমান করা যাবে সেই তৃতীয় শ্রেণি নিয়ে আজও পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত হয় নি।

এই ব্যবস্থার মধ্যে বেশ কয়েকটি ছিদ্র রয়ে গেছে। প্রথমত ৯১৭টি স্থাপত্য কলকাতা শহরের সংরক্ষণযোগ্য ভবনের সংখ্যার তুলনায় নগণ্য। দ্বিতীয়ত, রক্ষা কর্তারাই স্থাপত্যের শ্রেণী পরিবর্তন করে তা ভেঙ্গে ফেলার পথ সুগম করছে বলে অভিযোগ। তৃতীয়ত, তালিকার অন্তর্গত অনেক স্থাপত্যই বিলুপ্ত হয়েছে বা হওয়ার পথে। সেকারণেই ঐতিহ্য তালিকাটির পরিমার্জন করতে জরুরি প্রয়োজনে একটি নিরপেক্ষ ঐতিহ্য সংরক্ষণ কমিটি তৈরি করা দরকার। যাদের কাজ হবে সুপারিশ বা কোনও চাপের কাছে নতিস্বীকার না করে উদ্দেশ্য অভিমুখে এগিয়ে চলা। সর্বোপরি দরকার প্রশাসনের সদিচ্ছা।

কার্য

স্বামী বিবেকানন্দ

যে মুখগুলিই আমি দেখিয়াছি, সকল গুলিরই ছবি অক্ষিজালের উপর পড়িয়াছিল, মস্তিষ্ক ঐ ছবি লইয়াছিল, তথাপি মনের উপর উহাদের প্রভাব একরূপ হয় নাই। কিন্তু এক ব্যক্তির চকিতমাত্র দর্শন চিত্তের মধ্যে এতদূর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তাহার কারণ এই, অন্যান্য মুখগুলির সহিত চিত্তাভ্যন্তরস্থ কোন ভাবের সাদৃশ্য ছিল না, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি হয় ত সম্পূর্ণ নতুন—এমন সকল নূতন মুখ হয় ত দেখিয়াছি, যাহাদের সম্বন্ধ কখন চিন্তাই করি নাই, কিন্তু যে মুখখানির একমাত্র চকিত দর্শন পাইয়াছি, তাহার সহিত চিত্তাভ্যন্তরস্থ বিষয়ের বিশেষ সংশ্রব ছিল। হয় ত কত বৎসর ধরিয়া তাহার ছবি ভাবিতেছিলাম, তাহার সম্বন্ধে শত শত বিষয় জানিতাম, আর একবার দর্শনরূপ নূতন বিষয় মনের ভিতরকার শত শত সদৃশ বিষয় পাইল, তাহাতে এই সকল সম্বন্ধ জাগরিত হইল। এই সমুদয় বিভিন্ন মুখগুলি দেখার সমবেত ফলে মনে যে সংস্কার পড়িল, ঐ একখানি মুখ দেখিয়া মানসপটে তদপেক্ষা শতগুণ সংস্কার পড়িল। সেই কারণেই উহা মনে সহজেই প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অতএব অনাসক্ত হও, কার্য্য চলিতে থাকুক, মস্তিষ্ককেন্দ্রসমূহ কার্য্য করুক, নিরন্তর কার্য্য করুক, কিন্তু একটি তরঙ্গও যেন মনকে জয় না করিতে পারে। তুমি যেন সংসারে বিদেশী পথিক, যেন দুর্দিনের জন্য আসিয়াছ, এইভাবে কার্য্য করিয়া যাও, নিরন্তর কার্য্য কর, কিন্তু নিজেকে যেন বন্ধনে ফেলিও না, বন্ধন বড় ভয়ানক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-সারথি চালান যিনি জীবনের রথ/তিনিই জানেন শুধু কার কোথা পথ। আমি ভাবি আমি বুঝি পথের প্রহরী/পথ দেখাইতে গিয়ে পথ রোধ করি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-যাহা সর্বলোকহিতকর, তাহাই সত্য, যাহা লোকের অহিতকর, তাহাই নিন্দা।

ম্যালকম এক্স-শিক্ষা ভবিষ্যতের পাসপোর্ট, কারণ আগামীদিন তাদেরই, যারা আজ তার জন্য প্রস্তুত হবে।

মাসতামামি

১ মে — আন্তর্জাতিক মে দিবস।
গায়ক মান্না দে-র জন্ম ১৯১৯।
ভারতের মুম্বইতে প্রথম মে দিবস উদ্‌যাপন ১৯২৭।
স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করলেন ১৮৯৭।
দেশপ্রেমিক প্রফুল্লচাকীর শহীদের মৃত্যুবরণ ১৯০৮।

২ মে — বার্লিন দখল করলেন সোভিয়েত সৈন্যরা ১৯৪৫।
সত্যজিতে রায়ের জন্মদিন ১৯২১।
আমেরিকার বিশেষ সৈনবাহিনি হত্যা করল কুখ্যাত জঙ্গী ওসামাবিন লাদেনকে ২০১১।

৩ মে — কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের জীবনাবসান ১৯৮৮।

৪ মে — জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম দিন ১৮৪৯।

৫ মে — কার্ল মার্কসের জন্ম ১৮১৮।
শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের জন্ম ১৯১১।
ফরাসি বিপ্লব শুরু ১৭৮৯।

৬ মে — প্রখ্যাত গায়ক তানসেনের জন্ম ১৫৮৯।
ইংল্যান্ডে পোস্টাল স্ট্যাম্প চালু ১৮৪০।
মহারাজ নন্দকুমারের গ্রেপ্তার বরণ ১৭৭৫।

৭ মে — জার্মানীদের আত্মসমর্পণ ১৯৪৫।

৮ মে — বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১।
কলকাতায় রবীন্দ্রসদনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ১৯৬৬।

৯ মে — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ১৯৪৫।
মুম্বইতে ঘোড়ায় টানা ট্রাম চালু ১৮৭৪।

১০ মে — সিপাহী বিদ্রোহ শুরু ১৮৫৭।
দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি পদে নেলসন ম্যান্ডেলার শপথ ১৯৯৪।
শিল্পী পঙ্কজ কুমার মল্লিকের জন্ম ১৯০৫।

১১ মে — লাওসের স্বাধীনতা প্রাপ্তি ১৯৭৫।
পোখরানে সফল পরমাণু বোমা পরীক্ষা ১৯৯৮।

১২ মে — ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেলের জন্ম ১৮২০।

১৩ মে — রোনাল্ড রস-এর জন্ম ১৮৫৭।
কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের মৃত্যু ১৯৪৭।
দিল্লিতে লালকেল্লা তৈরির কাজ শেষ করলেন সম্রাট শাহজাহান ১৬৪৮।

১৪ মে — নিউইয়র্কে প্রথম এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান অবতরণ ১৯৬০।

১৫ মে — ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বন্ধ হল ১৮৭৩।
তেনজিং নোরগের জন্ম ১৯১৪।

১৬ মে — ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে প্রথম টেলেক্স পরিষেবা চালু ১৯৬০।
ভারত ও পাকিস্তান দুটি পৃথক রাষ্ট্র নিয়ে ক্যাবিনেট মিশনের সিদ্ধান্ত ১৯৪৬।

১৭ মে — গুটি বসন্তের টিকা আবিষ্কারক এডওয়ার্ড জেনারের জন্ম ১৭২৯।
ঐতিহাসিক রাধানাথ সিকদারের প্রয়াণ ১৮৭০।

১৮ মে — চারণ কবি মুকুন্দ দাসের প্রয়াণ ১৯৩৪।

১৯ মে — হো চি মিনের জন্ম ১৮৯০।
বাংলা ভাষার দাবিতে কাছাড়ে ১১ জন শহীদের মৃত্যুবরণ ১৯৬১।

২০ মে — পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির প্রতিষ্ঠা ১৯৮৬।
কালিকটে পৌঁছলেন ভাস্কো-দা-গামা ১৮৯৮।

২১ মে — রাজীব গান্ধীকে হত্যা ১৯৯১।
ক্রিস্টোফার কলম্বাসের মৃত্যু ১৫০৬।

২২ মে — রামমোহন রায়ের জন্ম ১৭৭২।
মিসাইল 'অগ্নি'-র পরীক্ষা সফল ১৯৮৯।

২৩ মে — ভারতের প্রথম মহিলা বাচেন্দ্রী পাল-এর এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় ১৯৮৪।

২৪ মে — কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ১৮৯৯।
থার্মোমিটারের আবিষ্কারক ড্যানিয়েল গ্যাব্রিয়েল ফারেনহাইট-এর জন্ম ১৬৮৬।

২৫ মে — ভাস্কর রামকিঙ্কর বেইজের জন্ম ১৯০৬।
রাজ্যে 'আয়লা'-র আক্রমণ ২০০৯।

২৬ মে — মোঘল সম্রাট মহম্মদ শাহ এবং ইরানের সম্রাট নাদির শাহ-এর চুক্তির ফলে ভারত থেকে আফগানিস্তানকে পৃথক করা হল ১৭৩৯।

২৭ মে — জওহরলাল নেহরুর প্রয়াণ ১৯৬৪।
কপি রাইট বিল-এর অনুমোদন ১৯৫৭।

২৮ মে — অ্যাটম বোমা ফাটালো পাকিস্তান ১৯৯৮।

২৯ মে — ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউশন স্থাপিত ১৯৪৭।
হিলারি এবং তেনজিং-এর এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় ১৯৫৩।

৩০ মে — জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড উপাধি ত্যাগ ১৯১৯।

৩১ মে — প্রথম বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ'-এর আত্মপ্রকাশ ১৮১৮।

উৎসবের উল্লাসে খুন দক্ষিন রায়

পারিজাত বোস

লালগড়ের বাঘটা কি দোষ করেছিল? এই বাঘটির মৃত্যু আমাদের অনেক প্রশ্নের সামনে ফেলে দিয়েছে। ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ার গবেষক কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে লালগড়ের বাঘ মারা নিয়ে অনেক প্রশ্ন করেছিলেন সাংবাদিকেরা। ভীষণ আক্ষেপের সুরে তিনি বলেন, 'এর জন্য শুধু বনদপ্তরকে দোষারোপ করে লাভ হবে না। সুন্দরবন, বক্সার এবং রাজ্যের আরও দু'একটি জঙ্গলে বনদপ্তর বেশ ভাল কাজ করছে।' লালগড়ের মতো সীমান্ত ঘেঁষা জঙ্গলে এখনও পর্যন্ত সেরকম পরিকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। ফলে ঢাল, তরোয়াল ছাড়া 'নিধিরাম সর্দার'-দের যেরকম অবস্থা হয়, সেটাই হয়েছে লালগড়ে যদিও লালগড়ের ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন ভাবলে ভীষণ ভুল হবে। এই ঘটনার সংখ্যা বাড়বে বই কমবে না।

এখন অল ইন্ডিয়া টাইগার মনিটরিং (২০১৮-১৯)-এর কাজ চলছে পুরোদমে। গোটা দেশ জুড়ে এক বিশাল কর্মকাণ্ড। এবার শুধু বাঘ গোনাই হবে না। লেপার্ড সহ ছোটো ছোটো মাংসাশী, স্তন্যপায়ী প্রাণীর সংখ্যা গুণতে হবে। বাঘের শিকার যেমন হরিণ, ও শুয়োরের ঘনত্ব কোথায় কেমন, তাও ঠিক করতে হবে। গোটা পৃথিবীর মধ্যে এবার বোধ হয় ভারতেই অসম থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বেশ বড়ো আকারে এই কর্মসূচী পালিত হবে। এই কর্মসূচীর মধ্যে জড়িত রয়েছে প্রতিটি টাইগার রিজার্ভ, ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট এবং সঙ্গে অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।

সবচেয়ে অবাক করার বিষয় হল আদিবাসী শিকার উৎসব নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বনদপ্তরের কর্মী থেকে শুরু করে আধিকারিকরা সকলেই বেশ উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু পশ্চিম মেদিনীপুরের বনদপ্তরের ক্ষেত্রে সেই উৎস বা আগ্রহে ভীষণভাবে ঘাটতি ছিল। ২০০৬ সালের বন অধিকার আইনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, প্রথাগত শিকার উৎসবের নামে বন্যপ্রাণী হত্যা এবং দেহাংশ পাচার আইনত দণ্ডনীয়। আইন আইনের জায়গায় রয়েছে, প্রয়োগ হচ্ছে কই? কোথায়ও রাজনৈতিক দল, কোথায়ও বনদপ্তরের প্রচ্ছন্ন ও প্রত্যক্ষ মদতে প্রত্যেক বছরই রাজ্যের জঙ্গল মহলে শিকার উৎসব চলছে রমরমিয়ে। সেখানে মানুষই পশুর ওপর চালাচ্ছে পাশবিক অত্যাচার। মরছে বনের পশুরা, পাখির দল। কিন্তু এর বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ কোথায়। কোথায় মোমবাতি মিছিল? এখন থেকেই কঠোর মনোভাব গ্রহণ না করলে সব শেষ হয়ে যাবে দ্রুত।

লালগড়ে শিকার উৎসবের নামে নিঃসঙ্গভাবে খুন করা হল বাঘটাকে। আর এই ঘটনাকে নিয়ে কেত্তন চলছে সর্বত্র। লালগড়ের জঙ্গলে বাঘের উপস্থিতি নিয়ে কতরকম পরিকল্পনা হল, সব পরিকল্পনার বাস্তবায়নে ছিল

ঢিলেমি। শেষ পর্যন্ত বাঘটা খুন হয়ে প্রমাণ করে গেল লালগড়ে জঙ্গলে সে এসেছিল নতুন সংসার পাততে। মানুষ তাকে নিজেদের আনন্দের শিকার করল।

বাঘ খোঁজার বিষয়ে বনদপ্তরের চূড়ান্ত গাফিলতি এবং বাঘের সন্ধান না পাওয়া, শেষ অবধি আদিবাসীদের হাতে বাঘটির অকাল মৃত্যু, তাঁর শরীরে অসংখ্য বল্লমের খোঁচা-এই ঘটনা আমরা সকলেই জানি। মৃত বাঘটির প্রাথমিক ময়না তদন্তের রিপোর্টে প্রকাশ, বাঘের শরীরে অসংখ্য ক্ষত চিহ্ন পাওয়া গেছে, বাঘটিকে বহুবার আঘাত করা হয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন হল দায় কার? শুধু বাঘটির মৃত্যু নিয়ে ভাবলে চলবে না। এই বাঘটির মৃত্যুর (খুন) ঘটনা আমাদেরকে অনেক প্রশ্নের সামনে এনে ফেলেছে। আগেই আইনের কথা বলেছি। শুধু বাঘ নয়, এবারের উৎসবে ওই অঞ্চলের অসংখ্য বনবিড়াল, বুনোশুয়োর, মনিটার রিজার্ভ, পাখি, খরগোশ মারা হয়েছে শিকারের নামে। এসব বন্ধ করতে হলে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা আশু প্রয়োজন। দেশে বননীতি তৈরি হয় ভোটের কথা ভেবে। বন্যপ্রাণ ও তার সংরক্ষণ নিয়ে ভাবলে সেখানে শিকার উৎসবের কোনও জায়গা নেই। আদিবাসীদের ভোটের কথা ভেবে কোনো রাজ্যেই এই উৎসব বন্ধ করা সরকারি উদ্যোগ চোখে পড়ে না। উল্টোদিক থেকে ভাবলে বলতে হয়, আদিবাসীরা বন্যপ্রাণীদের দ্বারা আক্রান্ত হলে সরকারিভাবে আক্রান্তকে রক্ষা করতে সরকারি উদ্যোগের খামতি থেকে যায়। ফলে আদিবাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং বন্যপ্রাণী হত্যা করতে আরও বেশি করে সক্রিয়ভূমিকা পালন করে। জঙ্গলে বন্যপ্রাণীর উপস্থিতি বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষা করে। বনজসম্পদ আহরণে মানুষের লাভ হয়। মানুষকে আরও শিক্ষিত হতে হবে, শিক্ষার অভাব থেকেই এসব হচ্ছে।

এসবের কথা বাদ দিয়ে বরং আমরা মেতে উঠি নেওড়া ভ্যালির বাঘটা কোথায় গেল? ফিশিং ক্যাটকে বাঁচাতে হবে বাস্তুতন্ত্র রক্ষা করার জন্য, বক্সা অরণ্যে আরও কয়েকটা লেপার্ড ছাড়তে হবে। চলুক উল্লাও এবং কাটুয়া নিয়ে তপ্ত আলোচনা তারই মাঝে দক্ষিণ রায়কে নিয়ে আমাদের চেতনাবৃদ্ধি করার ফোড়নটা অবশ্যই দিতে হবে যাতে ওরা বনে থাকতে পারে দুধে-ভাতে।

ভারতে বর্তমান ব্যাঙ্ক সঙ্কটের বেসরকারীকরণ মোটেও সঠিক সিদ্ধান্ত নয়

কিশোরকুমার বিশ্বাস

এমনিতেই সরকারী ব্যাঙ্কের অনাদায়ী ঋণের এক বিরাট বোঝা গত ২/৩ বছর ধরে রয়েছেই। এর পরিমাণ মোটামুটি মোট দেয় ঋণের ১০ শতাংশ-এর কম নয়। পরে যখন একে একে ব্যাঙ্ক লুটের খবর আসতে আরম্ভ করল তখন নতুন করে একটা চিন্তা কিছু মানুষের মাথায় ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে যে সরকারি ব্যাঙ্ক আর রাখার দরকার নেই। কারণ বেসরকারি ব্যাঙ্কই ভালভাবে কাজ করতে পারে। এখানে ব্যাঙ্কের কাজ কর্ম অনেক দক্ষতার সঙ্গে করা হয়। দুর্নীতি কম হয়। যেটা নাকি দেশের পক্ষে ভাল। কিন্তু এই চিন্তার সমস্যাটা অন্য জায়গায়।

এই চিন্তা কেবল এখানেই থেমে থাকেনি। এঁদের আরো মত হল ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (RBI) দায়িত্ব ভারত সরকারের ছেড়ে দেওয়া উচিত এবং তার বদলে অন্য কোনও সংস্থা যেমন— অর্থমন্ত্রকের ব্যাঙ্কিং ডিভিশনকে দেশের সমগ্র ব্যাঙ্কিং শিল্পের তদারকির দায়িত্ব দেওয়া। যদিও অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি শিল্পপতিদের উদ্দেশ্যে বা যাঁরা এই মতপোষণ করেন তাঁদের উদ্দেশ্যে বলেছেন সরকারী ব্যাঙ্কের বেসরকারীকরণ রাজনৈতিকভাবে সম্ভব নয়। অর্থাৎ কেন্দ্রিয় সরকার এখনই বেসরকারি করণের দিকে হাঁটবে না।

PN ও সংকট এবং দুনিয়ার বেসরকারী ব্যাঙ্ক

নীরব মোদি এবং তাঁর মামা মেহুল চোকসির জালিয়াতির কথা যখন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের কর্তারা উপস্থিত করলেন তাতে স্পষ্ট হয় যে কিছু ঋণগ্রহীতার সঙ্গে ব্যাঙ্কেরও কিছু কর্মচারীর ঘনিষ্ঠতার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এই ১১ হাজার কোটির বেশি ব্যাঙ্ক জালিয়াতি। পরে তদন্তে জালিয়াতির পরিমাণ ও পদ্ধতি ও কারা কারা যুক্ত সবই ঠিক ভাবে জানা যাবে আশা করা যায়।

এখন বেসরকারী ব্যাঙ্কের অবস্থাটা কেমন?

কেউ যদি পৃথিবীর বিশাল বিশাল বেসরকারী ব্যাঙ্কের খবর নেন তবে জানা যাবে ঐ সব ব্যাঙ্কের দুর্নীতি কিন্তু আকাশ ছোঁয়া। এদের লাগামহীন লোভ এবং তার জন্য বিশাল ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতার জন্যেই কিন্তু বর্তমান বিশ্ব অর্থব্যবস্থার সংকট চলছে প্রায় ১ দশকের বেশি ধরে। এই তীব্র সংকট এবং এত বেশিদিন ধরে চলা আর্থিক সংকট আধুনিক পৃথিবীতে বিরল। এই সমস্ত ব্যাঙ্কের LIBOR (London Inter Bank offer Rate) rate জালিয়াতি অর্থাৎ যার ফলে উন্নত দুনিয়ার সুদের হার নির্ধারিত হয়, তার নির্ধারিত হারকে manipulate করা, আন্তর্জাতিক মুদ্রার বিনিময় হারকে প্রভাবিত করা, বিভিন্ন খুচরো দ্রব্যের বিক্রিতে চালাকি করা—এইসব বিভিন্ন অন্যায় করার যথেষ্ট তৎপর। এই ব্যাপারে বড় বড় ব্যাঙ্কের খুব বদনাম এবং এদের মধ্যে মধ্যেই বহু টাকা শক্তি হিসেবে

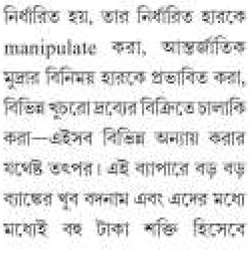

গুনতেও হয়েছে। তাই বিশেষজ্ঞের মতে ব্যাঙ্কের দক্ষতার সঙ্গে মালিকানার কোনও সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ মালিকানা বেসরকারী না সরকারী তা দিয়েই ব্যাঙ্কের দক্ষতা ঠিক হয় না। তাই ভারতে সরকারি ব্যাঙ্কের বেসরকারীকরণ একেবারেই সাধু প্রস্তাব নয়। ব্যাঙ্কের বেসরকারীকরণ করলেই রাতারাতি সব সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়ে ভারতের অর্থনীতি একটা শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে। এরকম ভাবার কোনও যুক্তি নেই। বেসরকারী ব্যাঙ্কের গ্রাহক পরিষেবার চাকচিক্য দেখেই অনেকেই প্রভাবিত হয়ে পড়েন।

অন্যদিকে দেখা গেছে মনমোহন সিংহ-এর সরকারের সময়ে সরকারি ব্যাঙ্কের মার্কেট ক্যাপিটোলাইজেশন দু'গুনের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভারতে সমাজ গঠনে ও আর্থিক পরিকাঠামোর উন্নতিতে সরকারি ব্যাঙ্ক যত দায়িত্ব নিয়েছে বেসরকারি ব্যাঙ্ক তার ধারে কাছেও আসে না। মোটামুটি মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যেই এরা নিয়োজিত। অনেক সময়েই RBI এর অনেক নির্দেশ এরা কায়দা করে এড়িয়ে যায় বলে অভিযোগ ওঠে। বেসরকারি ব্যাঙ্কের ঝুঁকি নেওয়ার দিকে প্রবল আকাঙ্খা। কারণ এঁদের ব্যাঙ্ক কর্তারা লভ্যাংশ পায়। তাই লাগামছাড়া ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা আর্থিক সঙ্কট ডেকে আনে। এর প্রমাণ এখন আর অর্থনীতিবিদ্‌দের বিষয় নয়, সকলেই জানে।

সরকারী ব্যাঙ্কের পরিচালনায় পরিবর্তন জরুরি

প্রথমেই বলতে হয় সরকারি ব্যাঙ্কে ব্যবস্থায় রাজনীতির প্রভাব কমাতে হবে। উপর মহলের অফিসারদের নিচের তলার অফিসারদের ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে কোন অনৈতিক চাপ দেওয়া যদি বন্ধ না করা যায় তবে ব্যাঙ্কের সম্পদের মান কমবেই। RBI কে সরকারি বেসরকারি ব্যাঙ্কের কার্য প্রণালীতে কোন প্রভেদ রাখা চলবে না। ব্যাঙ্কের পরিচালন মণ্ডলীর নির্বাচনে স্বচ্ছতা অত্যন্ত জরুরী। ভালও কাজের জন্য পুরস্কার এবং মন্দ কাজের জন্য তিরস্কার দেওয়ার বিষয় চালু করার বিষয় ভেবে দেখা যেতে পারে।

এছাড়া ঋণ দেওয়া সময় ঝুঁকির দিকটি এবং অন্যান্য নানা বিষয় যাতে দুর্বল ক্ষেত্রগুলিতে তাড়াতাড়ি কোন সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে সরকারি ব্যাঙ্ক তাদের আর্থিক ক্ষতি কমাতে পারে সে বিষয়টি চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় Staff training এবং technology -র ব্যবহার বাড়াতে হবে।

এছাড়া NPA-র ব্যাপারে সরকারের নতুন আইন প্রণয়ন করা জরুরি। ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণ খেলাপিকে criminal code এ আনাও জরুরি বলে অনেকেই মনে করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর কলকাতার সংস্কৃতি

কালিদাস চক্রবর্তী

অষ্টাদশ শতকে মুর্শিদাবাদের নবাবদের খুব রমরমা ছিল। নবাবী আমলের স্বয়ং নবাব ও তাঁর আমির ওমরাহেরা বিলাসিতা ও যথেচ্ছ অর্থব্যয়ের চরম নিদর্শন রেখে ছিলেন। তাঁদের অনুকরণে এদেশের ইংরেজ বাবুরাও শতাধিক ভৃত্য রাখতেন। ফ্রান্সিস সাহেব ওই যুগের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। তাঁর শ্যালক এক স্থানে লিখে গেছেন, তাঁদের চারজনের পরিবারের সেবাযত্ন ও অন্যান্য বিবিধ সাংসারিক প্রয়োজনে একশ দশ জন ভৃত্য লাগে। তখনকার দিনে এইসব নেটিভ চাকর-বাকরদের অবস্থা তথাকথিত ক্রীতদাস-দাসীর মতন ছিল। সাহেব প্রভুদের হাতে তারা নির্মমভাবে অত্যাচারিত হলেও প্রতিবাদ করার কোন উপায় ছিল না। কখনও কখনও অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তারা পালিয়েও যেত। তাদের সন্ধানে লোক নিয়োগ করা হত। ধরা পড়লে আদালত থেকে হুকুম জারি করা হত। আদালতের আদেশে দশ বা বিশ ঘা চাবুক মেরে তাদেরকে মনিবের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হত।

আমাদের এদেশীয়, তথা তৎকালীন কলকাতার বাঙালী হিন্দুসমাজের অনেক আচার প্রথা সাহেবরা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছিলেন। বাঙালী সমাজে দেখা যেত কেউ কোন চুরি করলে বা বাড়িতে কোন চুরির ঘটনা ঘটলে সকলকে চালপড়া খাওয়ানো হত। এই প্রথা সাহেবরাও অনুকরণ করে। এদের গৃহে চুরির ঘটনা ঘটলে ব্রাহ্মণ পুরোহিত ডেকে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের চালপড়া খাওয়ানো হত। পুরোহিত চালপড়া পরীক্ষায় যাকে দোষী সাব্যস্ত করতেন, তাকে ধরে সাহেব উত্তম মধ্যম চাবুক মারতেন। এসম্পর্কে একজন ইংরেজ মহিলা চমৎকার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁর বহু চাকর বাকর ছিল। একবার তাঁর বাড়িতে চুরি হওয়ায় তিনি চালপড়া খাইয়ে চোর ধরবার চেষ্টা করেন। তিনি লিখেছেন, প্রত্যেক সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তিকে মন্ত্রপুত চাল খেতে দেওয়া হল। তিন জন ব্যতীত প্রত্যেকের মুখ থেকে চেবানো চাল দুধ ও জলের মত মাটিতে পড়ল। শুধু তিনজনের মুখ থেকে শুকনো চাল বেরোল। অমনি মুনশী ঘোষণা করলেন, এই তিনজনই অপরাধী, উক্ত মহিলা, এদেশীয় 'চালপড়া' প্রথার মাহাত্ম্যে অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন।

কলকাতার অভিজাত বাঙালী সমাজ যেমন সাহেবী কালচার রপ্ত করেছিলেন, তেমনি ইংরেজ সাহেবরাও আমাদের দেশের কালচার অনেকাংশে গ্রহণ করেছিলেন। বাঙালী বাবুরা সাধারণতঃ মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে কিছুক্ষণ দিবা নিদ্রায় মগ্ন হতেন। তাঁদের দেখাদেখি সাহেববাবুরাও দ্বিপ্রাহরিক আহারের পর দীর্ঘক্ষণ দিবানিদ্রা অন্তে সন্ধ্যায় সুসজ্জিত হয়ে ফিটনে চড়ে, অথবা স্বল্পবিত্ত সাহেবরা ভাড়ার পালকিতে করে শহরে ঘুরে বেড়াতেন। লর্ড এবং লেডিরা নিজেরাই ফিটন চালিয়ে সগর্বে ঘুরে বেড়াতেন। বেচারা কোচোয়ান পিছনের সিটে বসে থাকত। যেসব সাহেব-মেমরা যত কায়দা করে ফিটন চালাতে পারবেন, বাজারে তাদের কদর বেশি হবে। নিজস্ব ফিটন যাদের ছিল না, মেয়েরা তাদের দিকে প্রেমের দৃষ্টি দিত না। এখনও যেমন-যারা রিক্সা, বাস, ট্রামে যাতায়াত করে তাদের থেকে যারা নিজের গাড়ি হাঁকিয়ে যায়, তাদের প্রতি বেশির ভাগ রমনীকুল আকৃষ্ট হন। ফিটনে চড়া সাহেব-মেমদের প্রেমের দৃশ্য দেখতে হত। পালকি চড়া সাহেবদের এবং মনে মনে হা-হুতাশ করতে হত।

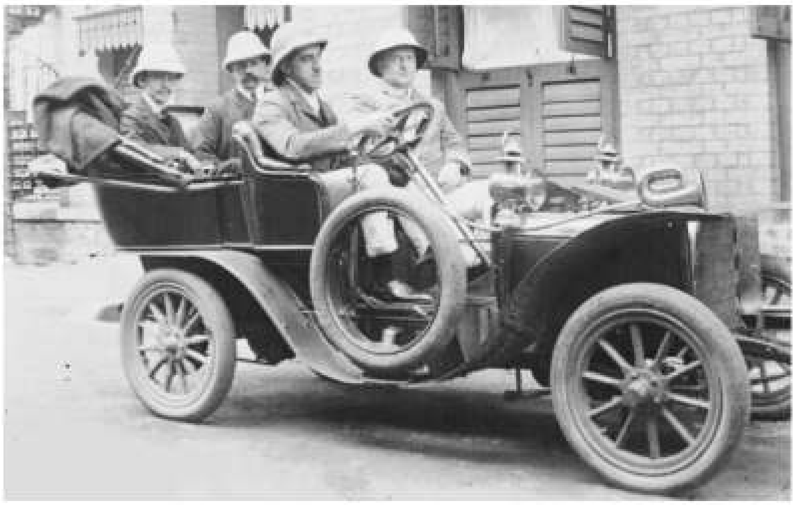

সাহেব-মেমরা প্রায়ই সন্ধ্যার পর নিজেদের দেশের বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে ডিনারের নিমন্ত্রন রাখতে যেতেন। সেখানকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল নাচ-গান, জুয়াখেলা ইত্যাদি। সাহেবদের অনুকরণে এদেশীয় ছোট-খাটো রাজা-মহারাজা নবাবদের বাড়িতেও প্রায় নৈশভোজের আসর বসত। সমাজে আভিজাত্য ও অর্থকৌলিন্য প্রকাশের জন্য তাঁরা নৈশভোজের আয়োজন করতেন। সেখানে উচ্চস্তরের খাওয়া-দাওয়ার সাথে সাথে মদ্যপান, বাই-নাচের আয়োজনও থাকত। এই নাচের ব্যাপারটাই খুব মজার। বিলাতের নাচ আর কলকাতার নাচ এক জিনিষ নয়। কলকাতা শহরের প্রচণ্ড গরমে সাহেব-মেমদের নাচতে খুবই কষ্ট হত। সামান্য নাচানাচি করলেই তাঁরা গলদঘর্ম হয়ে পড়তেন। এইসব পার্টিতে সাহেবরা এদেশের সস্তার খাদ্য অঢেল পরিমাণে খেয়ে প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। তেমনি এদেশীয় বাইজীদের নাচ দেখে অনুকরণ করতে গিয়ে অনেকেই নাস্তানাবুদ হতেন। নাচের ভেতর দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমের কালচারের আদান-প্রদান ঘটতে থাকে। আমাদের দেশীয় রাজা-মহারাজা বা নবাবরা যখন স্বগৃহে নৈশভোজের আয়োজন করতেন, তখন তারা লখনউ বা বেনারসের নামকরা বাইজীদের এনে ইংরেজ সাহেব-মেমদের তুষ্ট করার চেষ্টা করতেন। সাহেবরা ততদিনে এদেশী বাইজীদের নাচের ভক্ত হয়ে উঠেছেন। দেশীয় রাজাদের ভোজসভায় বাইজীদের নাচ দেখে অনেক ফিরিঙ্গি কবি তাঁর নিজস্ব অনুভূতি প্রকাশ করেছেন।

এই নাচ দেখেই সাহেবরা উত্তেজিত হয়ে পড়তেন। সাহেব মেমরা এই নাচ নকল করতে গিয়ে ঘেমে নেয়ে অজ্ঞান হওয়ার উপক্রম করতেন। সাহেবদের বিদায়ের পর এই নিয়ে বাইজীরা হাসিঠাট্টায় মস্করা করতেন। যাইহোক, এইভাবে আমাদের দেশের নাচ ও বিলাতি নাচের সংমিশ্রণে একপ্রকার অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান নাচের সৃষ্টি হল।

প্রায় ওই সময়েই হেস্টিংস সাহেব ও তাঁর বন্ধুবান্ধবরা কবিতা লিখতেন, সংস্কৃতি ও ফরাসি ভাষা শিখতেন, এমনকি, রামায়ণ, মহাভারতও পড়তেন। হেস্টিংস সাহেব মাঝে মাঝে গ্রাম বাংলার মাঠের মধ্য দিয়ে পালকিতে যেতে যেতে প্রাকৃতিক শোভা যেমন দেখতেন, তেমনি কবিতাও লিখতেন। আমাদের বড় প্রাপ্তি এই মেমসাহেবরা আমাদের জাতীয় মহাকাব্য পাঠ করে তার রসাস্বাদন করেছেন। দুটি সম্প্রদায় দীর্ঘদিন পাশাপাশি থাকলে উভয়ের কালচারের আদান প্রদানের উভয়েই ঋদ্ধ হয়। এই প্রকার বহুবিধ কাহিনি, লোকাচার ইত্যাদি নিয়ে কলকাতা কালচার গড়ে উঠেছিল। তার মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাবুদেরও অবদান অনস্বীকার্য।

(শেষ পর্ব)

কবিতা

অ-প্রতিম কর্মবীর

কিশোর দাস

জীবনের খেলাঘরে
বছর কতক ঘুরে ফিরে,
মানুষ হয়ে মানুষের সেবায়
নিবেদিত জীবন অধ্যায়,
নিয়তির বাঁধা কালে
এ জগৎ-মঞ্চ ছেড়ে গেলে,
তুমি বীর! প্রতিম চট্টোপাধ্যায়।।
তাই সংগঠনের সভাগৃহে
সব কথা তোমায় নিয়ে,
সেরামের সুধী সভাগণ
উপস্থিত সকল গুণীজন,
শুধু তোমায় স্মরণ করে
স্মৃতি চারণ! তোমার কর্ম ঘিরে,
রইবে অমর, শ্রী প্রতিম চট্টোপাধ্যায়।।

বৈশাখী

নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য্য

বৈশাখী মন
সঙ্গোপন
রোদের তাতে
মাটি ফাটে
ছায়ার আড়াল
দহনকাল
মাঝ বিকেলে
মেঘের কোলে
হঠাৎ কালো
বাতাস এল
বেল জুঁই তার
গন্ধ বাহার
মধুর পবন
মাতায় ভুবন
সন্ধ্যারাগে
মন যে জাগে
নিকষ কালো
আঁধার ভালো
শান্ত রায়
বাড়ায় হাত

দুলছে

ইন্দ্রজিৎ আইচ

দুলছে শরীর ভাবছে মন
বাঁচার আশা শুধু প্রাণপন,
ফুঁসছে নদী ভেঙে পড়ছে বাড়ি,
বাড়ছে ভূমিকম্প এ এক মহামারি,
কাটা পড়ছে গাছ আমার প্রাণ হতাশ,
চারদিক শুধু শূন্যতা ছড়িয়ে পড়ছে বিষ বাতাস,
দুলছে ঘড়ি আর দুলছে পেন্ডুলাম,
চিন্তার রাজনীতি আর ডান বাম,
মরছে মানুষ কারণ প্রকৃতির দাবানল,
শুধু নিষ্পলক চেয়ে থাকা চোখ ছলছল,
দুলছে মানুষ দুলছে গ্রাস,
শুধু মরছে মানুষ বারোমাস,
দুলছে শহর আতঙ্কিত কলরব,
শুধু বেঁচে থাকার আকুতি দুলছে জীবনের বৈভব।

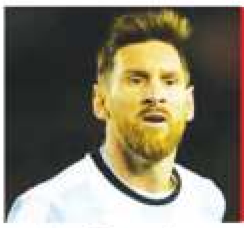

স্টেডিয়াম

ইউনিভার্স বস

জামাইকা-প্রথমেই জানিয়ে রাখা ভাল যে, 'ক্রিস গেইল' সংক্রান্ত এই লেখাটিকে ফিল্মের কায়দায় ''এ'' বলে রাখা উচিত। বিশ্বক্রিকেটের বর্ণময় চরিত্র ক্রিস গেইল। ফলে তাঁর বিষয়ে লেখা অশ্লীলতার সীমারেখা মেনে লেখা সম্ভব নয়। ক্রিসের ইনস্টাগ্রাম দেখলে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ইনস্টাগ্রাম ছেড়ে যদি তাঁর জামাইকার বাড়ির দিকে চোখ রাখেন, তাহলে আরও অবাক হতে হবে। নিজের বাড়িতে 'স্ট্রিপ ক্লাব' তৈরি করেছেন গেইল। বাড়িতে সপ্তাহান্তে 'পোল ডান্স' এর ব্যবস্থা রয়েছে। এসব নিয়ে তাঁর কোনও সংকোচ নেই। সোশ্যাল মিডিয়াতে এসব পরিষ্কার জানিয়ে দেন তিনি। সব জায়গাতেই তিনি নারী পরিবৃত। ক্রিস গেইল বিবাহিত। এক কন্যার বাবা। মোহলিতে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বোলারদের পিটিয়ে এগারোটা ছক্কার বিনিময়ে সেঞ্চুরি করার পর দুহাতে ব্যাট ধরে বাচ্চা দোলানোর মতো করছিলেন। আসলে সেদিন ভি আই পি বক্সে বসেছিলেন তার স্ত্রী এবং মেয়ে অ্যালিনা। সেই অ্যালিনাকেই সেঞ্চুরিটা উৎসর্গ করেছেন গেইল। এবারের আই পি এলে কোনও দল তাঁকে কিনতে চায়নি। শেষ পর্যন্ত কিংস ইলেভেন পঞ্জাব তাঁকে নেয়। দীর্ঘ ন'বছর উপেক্ষার পাত্র হয়েছিলেন তিনি। ইতিহাস ফিরে এল। মোহলিতে একেকটা ছক্কা ছিল সেই উপেক্ষার জবাব। তাঁর আত্মজীবনীর নাম 'সিক্স মেশিন'। নিজস্ব ঢংয়ে চলেন। টি টোয়েন্টিতে সব ব্যাটিং রেকর্ড তাঁর দখলে।

বার্সেলোনা, সিটির বিদায়

তুরিন-চ্যাম্পিয়নস লিগে কোয়ার্টার ফাইনালেই ছিটকে গেল বার্সেলোনা এবং ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। রোমার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পর্বের ম্যাচে ০-৩ হারালেন মেসিরা। দু-পর্বের রেজাল্ট ড্র হলেও অ্যাওয়ে গোলের সুবাদে সেমি ফাইনালে ওঠা নিশ্চিত করে ফেলল রোমা। রোমার এই প্রত্যাবর্তন অবিশ্বাস্য। প্রথম পর্বে তিন গোলেরও বেশি ২ জন করেও টুর্নামেন্টের ইতিহাসকে তৃতীয় দল হিসেবে পরে রাউন্ডে চলে গেল ইতালির ক্লাব রোমা। ম্যাঞ্চেস্টার সিটিও লিভার পুলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পর্বে ১-২ হারল তারা। চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকে বিদায় নেওয়ার পর বার্সেলোনার এখন লা লিগা এবং কোপা দেল রে নেতার স্বপ্ন এই মুহূর্তে এখন তাদের নেই। পাশাপাশি রিয়াল মাদ্রিদের সমর্থকরা এখন চ্যাম্পিয়নস লিগে 'ট্রেসো ডেসিমা' অর্থাৎ ১৩ বার জয়ের আশায় রয়েছেন। কারণ চ্যাম্পিয়নস লিগে জুভেন্তাসের বিরুদ্ধে ৩-০ গোলে জিতেছে রিয়াল মাদ্রিদ। এর মধ্যে রয়েছে রোনাল্ডোর সেই ঐতিহাসিক 'বাইসাইকেল ভলি'।

নিখোঁজ খেলোয়াড়

গোল্ড কোস্ট-কমনওয়েলথ গেমসে যোগ দিতে আসা ক্যামেরুনের পাঁচজন খেলোয়াড়কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এদের মধ্যে তিনজন ভারত্তোলক এবং দু'জন বক্সার। সম্প্রতি ক্যামেরুনের অবস্থা যথেষ্ট খারাপ ফলে তাঁদের আর দেশে ফেরার ইচ্ছে নেই। সে কারণে নিখোঁজ হয়ে গেছেন এই পাঁচ খেলোয়াড়। এই খেলোয়াড়দের সতীর্থরা জানিয়েছেন, তাঁরা এই গেমস ভিলেজে নেই।

পেলের বিবেক

রিও ডি জেনেইরো-সামনের ফুটবল বিশ্বকাপে দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে ষষ্ঠ বিশ্বকাপ জিততে পারেন নেমার দ্য সিলভা স্যান্টোস। এরকমটাই ভেবে রেখেছেন ব্রাজিলীয় কিংবদন্তি ফুটবলার পেলে।

ওয়েঙ্গার বিদায়

লন্ডন-বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় লিগে পেশাদারি মানসিকতার আমদানি করেছিলেন তিনি। তাঁর হাত ধরেই ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে একের পর এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে বিশ্বে। ইপিএলের বিদেশি ম্যানেজার হিসেবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নজির গড়া আর্সেন ওয়েঙ্গার চলতি মরশুমের শেষেই ম্যানেজারের পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন। ২২ বছর ধরে আর্সেনালের ম্যানেজার পদ সামলেছেন তিনি। তাঁর অবর্তমানে ইপিএলের একটা যুগের অবসান হল।

উত্তপ্ত সিএবি

নিজস্ব প্রতিনিধি-পরিচয়পত্র নিয়ে সিএবি উত্তপ্ত। অভিযোগে প্রকাশ প্রায় পঞ্চাশ জনকে এবার আইপিএল-এর পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছে, যাদের সঙ্গে সিএবি-এর কোন সম্পর্কই নেই। আরও অভিযোগ, যাদের সিএবি-তে সারা বছর দেখা যায় না, আন্তর্জাতিক ম্যাচের সময় তারাই ভিড় জমান ইডেনের ক্লাব হাউসে। এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে সিএবি-র যুগ্ম সচিব অভিষেক ডালমিয়া বলেন, 'স্বচ্ছতার সঙ্গেই কাজ চলছে সিএবিতে। প্রত্যেকটি নিয়ম মেনেই কাজ করি।'

জয়ী বেঙ্গালুরু এফসি, হার ইস্টবেঙ্গলের

সুপার কাপে বিজয়ী বেঙ্গালুরু এফসি দলের খেলোয়াড়দের উল্লাস।

ভুবনেশ্বর-সুনীল ছেত্রীর বেঙ্গালুরুর কাছে সুপারকাপ ট্রফির ফাইনালে বিশ্রীভাবে হেরে গেল ইস্টবেঙ্গল (৪-১)। হারের যন্ত্রণায় লাল হলুদ শিবিরে আল আমনা, ইউসা কাতসুমিরা মাথা নিচু করে হোটেলে ফিরলেন। হোটেলেই বিস্ফোরণ ঘটালেন টেকনিক্যাল ডিরেক্টর সুভাষ ভৌমিক। কোচ খালিদ বনাম সুভাষ ভৌমিকের তরজা অব্যাহত। সুভাষের অভিযোগ, তাঁর কোনও পরামর্শই শোনেনি খালিদ। ২০ এপ্রিল কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে ফাইনালের খেলা দেখতে বেঙ্গালুরু থেকে প্রচুর সমর্থক ভুবনেশ্বরে এসেছিলেন। এবার আই এস এল পেয়েছে চেন্নাই। আই লিগ গিয়েছে পাঞ্জাবে। সন্তোষ ট্রফি নিয়ে গিয়েছে কেরালা। সুপার কাপ নিয়ে গেল বেঙ্গালুরু। বাংলার ভাগ্যে এবার শিকে ছিঁড়ল না। সেরা ফুটবলার হলেন 'সুনীল ছেত্রী'। ফাইনালে রেফারিং নিয়ে কিছু অভিযোগ উঠেছে। সব মিলিয়ে এবার ২৫ গোল করে ফেললেন ভারতের রোনাল্ডো।

যুগলবন্দি

১০৩ বছর পর কোপা দেল রেই ফাইনালে সেভিয়ার বিরুদ্ধে বার্সেলোনা জিতল ৫-০ তে। প্রিয় ক্লাবের হয়ে ইনিয়েস্তার এটাই ছিল শেষ ম্যাচ।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বার্সেলোনা ও সিটি বিদায় নিয়েছে। রিয়াল মাদ্রিদকে একা টেনে উপরে তুললেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তিনিই এখন মাদ্রিদের ত্রাতা। জয়সূচক গোল করার পরে সমালোচকদের বিরুদ্ধে এভাবেই গর্জে উঠলেন রোনাল্ডো।

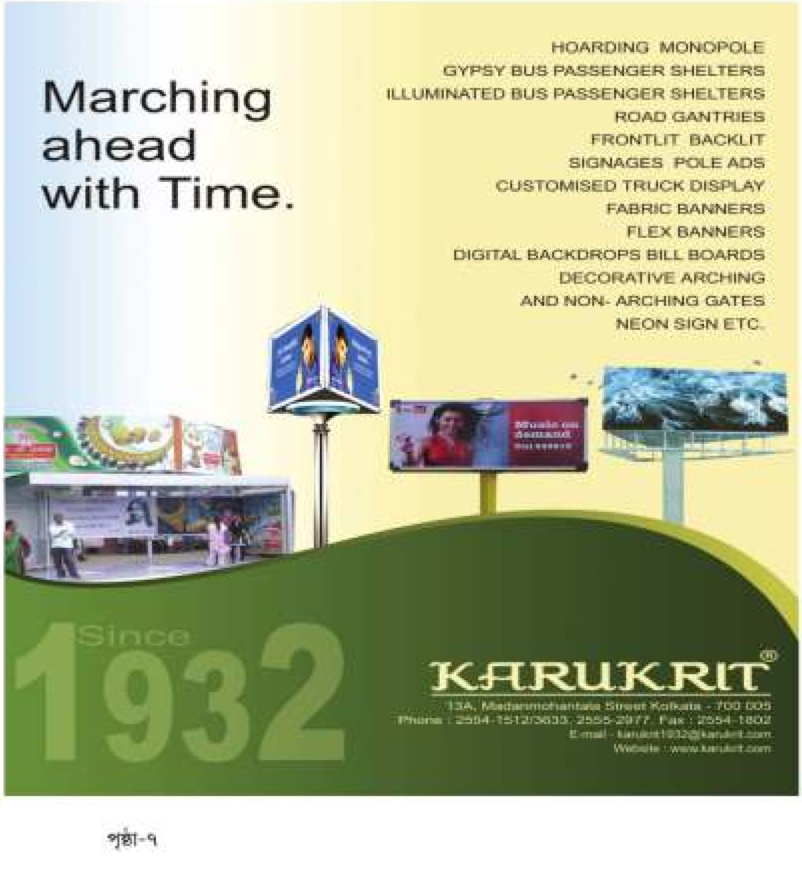

প্রয়াত সভাপতির স্মরণসভার কয়েকটি বিশেষ মুহূর্ত

প্রয়াত সভাপতির স্মরণসভায় প্রতিম চ্যাটার্জির কন্যা কোহেলি ঘোষ এবং জামাতা দিব্যজ্যোতি ঘোষের হাতে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করছেন সংগঠনের সদস্য তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজস্ব চিত্র

প্রয়াত সভাপতির স্মরণসভায় বক্তব্য রাখছেন সদ্য নির্বাচিত সভাপতি ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জি। নিজস্ব চিত্র

প্রয়াত সভাপতির স্মরণসভায় বক্তব্য রাখছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। নিজস্ব চিত্র

প্রয়াত সভাপতির স্মরণসভায় বক্তব্য রাখছেন প্রখ্যাত ফুটবল প্রশিক্ষক এবং সংগঠনের কার্যকরী কমিটির সদস্য মৃদুল ব্যানার্জি। নিজস্ব চিত্র

অল বেঙ্গল দেহ সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগিদের সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে মেডেল প্রদান করছেন সংগঠনের সদস্য আশীস সাহা সঙ্গে রয়েছেন রামকৃষ্ণ বসাক। নিজস্ব চিত্র

'সে চলে গেছে বলে কি গো স্মৃতি কি তাঁর যায় ভোলা'-প্রয়াতের উদ্দেশ্যে সংগীত পরিবেশন করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছেন বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী রুদ্র রায়। নিজস্ব চিত্র

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কি ?

থ্যালাসেমিয়া কি ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্ছার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) আশিস সাহা ২) কেশব কান্তি বিশ্বাস ৩) স্বরূপ বোস ৪) রুদ্র রায় ৫) রজত বোস ৬) ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি ৭) দেবশঙ্কর নন্দী ৮) দীপঙ্কর মিত্র ৯) বুদ্ধদেব বক্সি ১০) তপন ব্যানার্জী ১১) অশোক পাল ১২) অনুপম দাস ১৩) সৈকত মুখার্জী ১৪) সোনালী বিশ্বাস ১৫) সজ্জা সর্বজ্ঞ ১৬) সঞ্জয় সাহা ১৭) পার্থ দাস ১৮) সঞ্জয় সেনগুপ্ত ১৯) বিভাস সুর ২০) অপূর্ব রায় ২১) এস কে নাজিবুর রহমান ২২) শিল্পী মুখার্জী ২৩) সন্দীপ মিল ২৪) অমল বোস ২৫) বিশ্বজিৎ দাশগুপ্ত ২৬) তপন কুমার ঘোষ ২৭) তাপস কুমার চক্রবর্তী ২৮) রিজ্জা বিশ্বাস ২৯) গৌতম সুন্দর ৩০) শোভন চক্রবর্তী ৩১) মিনাক্ষী পাল ৩২) নমিতা পাল ৩৩) রামকৃষ্ণ বসাক ৩৪) মালঞ্চ সাহা ৩৫) রীতা দাস ৩৬) বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী ৩৭) ইরা দত্ত ৩৮) প্রিয়জিত ভৌমিক ৩৯) শান্তি ব্যানার্জী ৪০) রীতেশ ঘোষ ৪১) শীলা নন্দী ৪২) অমিতাভ সিনহা ৪৩) দেবাশিস ভট্টাচার্য ৪৪) ডাঃ শুভাশিস ভট্টাচার্য ৪৫) শুভাশিস সুর ৪৬) পুলক কুমার সুর ৪৭) সমীরণ গুহ রায় ৪৮) রূপা ব্যানার্জী ৪৯) ডাঃ রবীন্দ্রনাথ সরকার ৫০) প্রদীপ কুমার দাঁ ৫১) মঞ্জুশ্রী সাহা ৫২) মিম্পি রাহা ৫৩) দেবাশীষ দাস ৫৪) নমিতা রায় ৫৫) রাজা কর ৫৬) ডাঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী। ৫৭) আশিস ভট্টাচার্য ৫৮) কমলকান্তি ঘোষ ৫৯) বনিতা দাস ৬০) অসীমা ভড় ৬১) আলোকনা সিকদার ৬২) মধুমিতা পাত্র ৬৩) শুভময় কুণ্ডু ৬৪) সুদীপা কর্মকার ৬৫) গোপাল সাহা ৬৬) তাপস মুখার্জি ৬৭) উমেশ গুপ্তা ৬৮) মধু শেঠ ৬৯) অনুপম রায় ৭০) শরদিন্দু চ্যাটার্জি ৭১) বুদ্ধদেব শর্মা ৭২) মোনালিসা হালদার ৭২) বিক্রম রায় এবং ৭৩) টিম আহান।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা- ৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ (০৩৩) ২৫৩০,৬৫৭২,৯৮৩০৫ ৬০২৯৬, ৯৪৩৩০ ৯৮০২২

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 033 2543 6465/ 98305 60296/ 98315 77444,